গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
সাধারণ শাখা-১
www.sylhetdiv.gov.bd

বিষয়: সিলেট বিভাগীয় জেলা প্রশাসক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	: ১৭ আগস্ট ২০২৬
সভার সময়	: দুপুর ১২:০০ টা
স্থান	: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর সভাকক্ষ
উপস্থিতি	: তালিকা সংযুক্ত

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুরোধক্রমে অত্র কমিটির সদস্য-সচিব ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। শুরুতেই বিগত সভার কার্যবিবরণী নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০২। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>গত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:
২০ জুলাই ২০২৬ মাসের বিভাগীয় জেলা প্রশাসক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>সভার তারিখ</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংখ্যা</th><th>বাস্তবায়নের হার</th></tr>
<tr><td>২০.০৭.২০২৬</td><td>৪১</td><td>৪০</td><td>৯৭.৫৬%</td></tr>
</table></td><td>জুলাই, ২০২৬ মাসে গৃহীত ৪১টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অবশিষ্ট ০১টি সিদ্ধান্ত আগামী সভার পূর্বে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়</td><td>জেলা প্রশাসক (সকল)</td></tr>
<tr><td>০১. ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় বিচারাধীন মামলা:
১.১. জেলা প্রশাসনের অধীন ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির হার বাড়ানো এবং চলমান মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিভাগের আওতাধীন সকল জেলায় ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় চলমান মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জিত হওয়ায় সভাপতি জেলা প্রশাসকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি চলমান মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন।
১.২. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিলেট জেলায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১২টি ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৪টি; সুনামগঞ্জ জেলায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ০৯টি ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৩টি এবং হবিগঞ্জ জেলায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১২টি ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ০৯টি অনিষ্পন্ন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
১.৩. জেলা পর্যায়ে ০১, ০২ ও ০৩ বছরের অধিককাল যাবত পেন্ডিং মামলার তালিকা 'ছক' মোতাবেক এ কার্যালয়ে প্রেরণ এবং মন্তব্য কলামে দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন থাকার কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে</td><td>১.১. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধিসহ প্রমাপ অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।
১.২. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলার তথ্য প্রতিমাসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
১.৩.১. জেলা পর্যায়ে ০১, ০২ ও ০৩ বছরের অধিককাল যাবত পেন্ডিং মামলার তথ্য 'ছক' মোতাবেক প্রেরণ এবং মন্তব্য কলামে দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন থাকার কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
১.৩.২. সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পেন্ডিং মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১.৩.৩. শিক্ষানবিশ বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের এক্সিকিউটিভ কোর্ট পরিচালনার জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ এবং দিক-নির্দেশনা প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)</td></tr>
</table>

প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। দীর্ঘদিনের পেন্ডিং মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি এবং মামলাগুলো যথাযথভাবে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় নিম্নোক্ত 'ছক' মোতাবেক উল্লিখিত পেন্ডিং মামলা রয়েছে মর্মে জানানো হয়।

জেলা	বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত			বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত		
	১ বছর	২ বছর	৩ বছর	১ বছর	২ বছর	৩ বছর
সিলেট	১২	-	-	১৪	-	-
সুনামগঞ্জ	৩৩০	০১	-	৬০৭	০১	-
হবিগঞ্জ	২৬৭	১২	-	১১২	০৯	-

মৌলভীবাজার জেলায় ০১, ০২ ও ০৩ বছরের অধিককাল যাবৎ পেন্ডিং মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করায় বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মৌলভীবাজার-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মামলা নিষ্পত্তির হার বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সুনামগঞ্জ ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, হবিগঞ্জ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাছাড়া বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পেন্ডিং মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষানবিশ বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের এক্সিকিউটিভ কোর্ট পরিচালনার জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ এবং দিক-নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০২. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: ২.১ মোবাইল কোর্টের প্রমাপ অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং ই-কোর্টে তথ্য আপলোড এর ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ২.২. মোবাইল কোর্টের জরিমানার অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোডে জমা প্রদান এবং অনলাইনে ভেরিফাই করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই জমাকৃত চালানের অনলাইন ভেরিফিকেশন করবেন মর্মে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় মোবাইল কোর্টে জরিমানার অর্থ নির্ধারিত খাতে জমা হচ্ছে কিনা, তা ০৩ (তিন) মাস পর পর ভেরিফিকেশন করে দেখার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়। ২.৩. ভোজ্য তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার পরিস্থিতি ও সরবরাহশৃঙ্খল বজায় রাখতে এবং অবৈধ মজুদ রোধকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ ভোক্তা অধিকার আইন অধিকতর কার্যকর করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যের গুণগতমান বজায় রাখতে এবং অবৈধ মজুদদারির বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়েও সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এবং হোটেল, রেস্টুরেন্টগুলোতে ফায়ার সেফটি আছে কি-না সে বিষয়ে নজর দেওয়ার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া হোটেল, রেস্টুরেন্টে খাবারের গুণগতমান বজায় রাখতে অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং হোটেল, রেস্টুরেন্টের মালিক সমিতির সাথে সমন্বয় সভা করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ২.৪. মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনগত প্রক্রিয়াযথাযথভাবে অনুসরণ এবং মামলার রায়গুলো যথাযথভাবে ও সঠিকভাবে লিখা হচ্ছে কিনা তা তদারকির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি অধস্তন কোর্টের মামলাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের উপর সভায় জোর দেওয়া হয়। তাছাড়া সভায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের মোবাইল কোর্ট বিষয়ক ব্রিফিং/প্রশিক্ষণ সেশন নিয়মিত পরিচালনার উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ২.৫. সভায় মোবাইল কোর্ট আপিল মামলার প্রমাপ অর্জন এবং আপিল মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মোবাইল কোর্ট আপিল মামলার প্রমাপ অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রমাপ অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।	২.১. মোবাইল কোর্টের প্রমাপ অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং ই-কোর্টে তথ্য আপলোড এর ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ২.২.১. মোবাইল কোর্টের জরিমানার অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোডে জমা প্রদান হয়েছে কি-না তা মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিত ভেরিফাই করতে হবে। ২.২.২. জেলাপ্রশাসকগণ কর্তৃক মোবাইল কোর্টে জরিমানার অর্থ নির্ধারিত খাতে জমা হচ্ছে কিনা, তা ০৩ (তিন) মাস পর পর ভেরিফিকেশন করতে হবে। ২.৩. ভোজ্য তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার পরিস্থিতি ও সরবরাহশৃঙ্খল বজায় রাখতে এবং অবৈধ মজুদ রোধকরণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ ভোক্তা অধিকার আইনে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২.৪.১. মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় মামলার রায়গুলো যথাযথভাবে লেখা হচ্ছে কিনা সে বিষয়েসতর্ক হতে হবে। ২.৪.২. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অধস্তন কোর্টের কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। ২.৪.৩. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর তত্ত্বাবধানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সম্পর্কিত ব্রিফিং/প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২.৫. মোবাইল কোর্ট আপিল মামলার প্রমাপ অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)

০৩. খাদ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ও গুদাম পরিদর্শন সংক্রান্ত: ৩.১. সিলেট বিভাগে বোরো ফসলের বাম্পার ফলন হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। সভায় খাদ্য সংগ্রহ (বোরো) কার্যক্রম আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সিলেট এর সাথে সমন্বয়ক্রমে জোরদারকরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। তাছাড়া আসন্ন আমন মৌসুমে ফসল উৎপাদনের জন্য বীজতলা প্রস্তুত ও চারা রোপণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলএসডি (LSD) সমূহের ধারণক্ষমতা যাচাই এবং নিয়মিত পরিদর্শনের বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। ৩.২. সভায় বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রমসহ সার এবং বীজের সংকট যাতে না হয় সে বিষয়ে মনিটরিং অব্যাহত রাখতে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সারের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্য তালিকার বাইরে অতিরিক্ত মূল্যে সার বিক্রয়েপ্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ডিলারদের কার্যক্রম সতর্কতার সঙ্গে মনিটরিং এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিলারদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	৩.১.১. লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ (বোরো) নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩.১.২. সিলেট বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলএসডি (LSD) বা খাদ্য গুদামসমূহের ভৌত অবস্থা ও মজুদ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে। ৩.২.১. সার ও বীজ সরবরাহে যেন কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে। ৩.২.২. ডিলারদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৪. ডি-নথি ও ডি-সার্ভিস সিস্টেম: ৪.১. সভায় জানানো হয় যে, ডি-নথির মাধ্যমে পত্র প্রেরণের পর হার্ডকপিতে প্রেরণের প্রয়োজন নাই। সকল জেলায় ডি-নথির কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। শতভাগ ডি-নথির কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৪.২. উপজেলা পর্যায়ে ডি-নথির কার্যক্রম জোরদারকরণ ও হার্ডকপিতে নথি নিষ্পত্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিহারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত হার্ডকপি প্রেরণ না করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হয়। ৪.৩. সভায় সরকারি ই-মেইল নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি ই-মেইলের পরিবর্তে দাপ্তরিক কাজে সরকারি ই-মেইল যেমন- @mopa.gov.bd ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা দেয়াহয়েছে। সকল জেলায় শতভাগ সরকারি ই-মেইলের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়।	৪.১. ডি-নথিতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ৪.২. উপজেলা পর্যায়ে ডি-নথির কার্যক্রম জোরদারকরণ ও হার্ডকপিতে নথি নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ পরিহারকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪.৩. সরকারি ই-মেইল নীতিমালা অনুযায়ী দাপ্তরিক ই-মেইলের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) ও সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

০৫. গণশুনানি সংক্রান্ত: ৫.১. সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ফরম্যাট অনুসরণ করে গণশুনানি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ইউনিট সংখ্যা ঠিক রেখে গণশুনানি কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সিলেট জেলায় ৬১ দিন, সুনামগঞ্জ জেলায় ৫২ দিন, হবিগঞ্জ জেলায় ৪০ দিন ও মৌলভীবাজার জেলায় ৪০ দিন শুনানি সম্পন্ন হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সকলকে অনুরোধ জানানো হয়। তাছাড়া গণশুনানি সংক্রান্ত রেজিস্টারটিতে সেবা প্রত্যাশীদের সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী যথাযথভাবে সংরক্ষণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	৫.১.১. গণশুনানি কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমাসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ৫.১.২. গণশুনানি সংক্রান্ত রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৬. উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান: ৬.১. উঠান বৈঠক/সভা অনুষ্ঠানের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় জুলাই/২০২৬ মাসে সিলেট জেলায় ১২টি, সুনামগঞ্জ জেলায় ৩৪টি, হবিগঞ্জ জেলায় ১৩টি ও মৌলভীবাজার জেলায় ১৪টি উঠান বৈঠক/সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	৬.১. সামাজিক প্রচারণার অংশ হিসেবে উঠান বৈঠক/সভা পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৭. কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্তাধীন অভিযোগের নিষ্পত্তি: ৭.১. বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগের তদন্ত যাতে তিন মাসের অধিক পেন্ডিং না থাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	৭.১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ (যদি থাকে) তদন্ত করে বিস্তারিত তথ্য (ছক মোতাবেক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৮. জেলা ব্র্যান্ডিং: ৮.১. জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় জেলা ব্র্যান্ডিং-এ জেলার পর্যটন স্পটসমূহ, সংস্কৃতি, আমদানি-রপ্তানি পণ্যসমূহ প্রভৃতি ফুটিয়েতুলতে গুরুত্বারোপ করা হয়। সিলেট জেলার ব্র্যান্ডিং বহির্বিশ্বে ফুটিয়েতুলতে সভায় জেলা প্রশাসক, সিলেট এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। জেলা ব্র্যান্ডিং বুকলেট তৈরির বিষয়ে এবং এ বিষয়ে উদ্যোক্তা ও জনগণের মাঝে প্রচারণা চালানোর জন্য সকলকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	৮.১.১. জেলা ব্র্যান্ডিং-এ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা এবং জনগণের মাঝে তা প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৮.১.২. জেলা ব্র্যান্ডিং বুকলেট তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৯. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংক্রান্ত: ৯.১. সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)' কর্মসূচির আওতায় জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রকল্প উপজেলাভিত্তিক বিভাজন করে কাজ শুরু করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গৃহনির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত 'ছক' মোতাবেক অগ্রগতি প্রতিবেদনে সংযোজনক্রমে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	৯.১. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত গৃহনির্মাণ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন (বিস্তারিত) প্রতিমাসে 'ছক' মোতাবেক প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)

১০. পেন্ডিং তালিকা: ১০.১. সকল রিপোর্ট/ রিটার্ন ধার্য তারিখের মধ্যে এ অফিসে প্রেরণ নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পেন্ডিং তালিকা নিষ্পত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।	১০.১. প্রতিমাসের ০৫ তারিখের মধ্যে সকল পেন্ডিং রিপোর্ট এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১১. বিবিধ: ১১.১. সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ এবং জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০২৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ দ্রুত ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া চলমান খাল খননসহ অন্যান্য কর্মসূচির নিয়মিত তদারকি ও রিপোর্টিংয়ের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় কৃষক কার্ড, ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্জনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ১১.২. চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে আবাসন নির্মাণ কাজ নকশা অনুযায়ী দ্রুত বাস্তবায়ন এবং নির্মাণ কাজ নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়। তাছাড়া ২০২৫-২৬ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত আবাসন নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ এবং জেলাসমূহে নির্মাণাধীন আবাসনসমূহের তথ্য 'ছক' মোতাবেক অগ্রগতি প্রতিবেদনে সংযোজনক্রমে প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ১১.৩. সিলেট বিভাগের প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ভূমি অফিস স্থাপনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় জনগণকে হয়রানিমুক্ত ভূমিসেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নিয়মিত ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। ১১.৪. সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে জারীকৃত সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০২৪-এর নির্দেশনা মোতাবেক সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীর নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অফিসে উপস্থিতি ও প্রস্থানের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সকলকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সভায় অনুরোধ করা হয়।	১১.১.১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ এবং জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০২৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে। ১১.১.২. চলমান খাল খনন প্রকল্পের পাক্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিতপূর্বক এ কার্যালয়ে অনুলিপি প্রেরণ করতে হবে। ১১.১.৩. কৃষক কার্ড, ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্জনের উদ্যোগ নিতে হবে। ১১.২. চা শ্রমিকদের জন্য ২০২৫-২৬ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত আবাসন নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ এবং নির্মাণাধীন আবাসনসমূহের তথ্য 'ছক' মোতাবেক প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১১.৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নিয়মিত ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন করতে হবে। ১১.৪. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে জারীকৃত সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০২৪-এর নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)

০৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সংযুক্তিঃ

(১) উপস্থিতির তালিকা

২৭-০৮-২০২৬
মোঃ মশিউর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার
ফোন : ০২৯৯৬৬৪৩২৬৬
ইমেইল : divcomsylhet@mopa.gov.bd

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪৩৩
২৭ আগস্ট ২০২৬

নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০০০.০০৫.০৬.০০০৪.২২.৩৫২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৬। জেলা প্রশাসক, সিলেট।
৭। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
৮। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ।
৯। জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার।
১০। সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি সেল, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব পোর্টালে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২৭-০৮-২০২৬
মোঃ মশিউর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার